"গঠনতন্ত্র"

ধারা-১ সংগঠনের নাম ঃ কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। ইংরেজিতে Consumers Association of Bangladesh (CAB).

ধার-২ কার্যালয় ঃ বাংলায় ঃ বাংলাদেশ কনজুমারস এসোসিয়েশন (ক্যাব) সংগঠনের প্রধান কার্যালয় থাকবে ঢাকায়।

ধার-৩ সংগঠনের প্রকৃতি ঃ এটি একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

ধারা-৪ সংগঠন ও কর্মসূচি পরিধি ঃ সমগ্র বাংলাদেশ এই সংগঠন ও এর কর্মসূচির আওতাভূক্ত হবে।

ধারা-৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ঃ কনজুমারদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণভাবে স্বীকৃত কনজুমার অধিকার প্রতিষ্ঠাই এই সংগঠনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য নিয়েই ১৯৭৮ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) প্রতিষ্ঠিত হল।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য কর্মসূচি হচ্ছে ঃ

(এক) ঃ ক্রেতাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রেতা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা।

(দুই) ঃ কর্মশিবির, সেমিনার ও সভার মাধ্যমে ক্রেতা সমস্যা তুলে ধরা।

(তিন) ঃ উন্নততর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় পরিচালিত স্থানীয় সংগঠনসমূহকে প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান।

(চার) ঃ নিম্ন আয়ের লোকজনকে ক্রেতা সমবায় গড়ে তুলতে উৎসাহ প্রদান এবং ক্রেতা সমবায় পরিচালিত দোকান পরিচালনার প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান।

(পাঁচ) ঃ বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা (বাতিল করা হয়েছে)।

(ছয়) ঃ ক্রেতা শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্য শিক্ষার উপকরণ তৈরি ও সরবরাহ।

(সাত) ঃ বাজারে প্রচলিত পণ্যের মান পরীক্ষা।

(আট) ঃ প্রয়োজনবোধে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্থ ক্রেতা সাধারণকে আইনগত

সাহায্য প্রদান।

(নয়) ঃ দুর্গত ও দুঃস্থ শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনা।

(দশ) ঃ দুঃস্থ মহিলাদের জন্য হোটেল ও কর্মশালা স্থাপন।

(এগারো) ঃ ক্রেতাদের জন্য ইনফরমেশন সেল গঠন।

(বার) ঃ সামাজিক গবেষণা ও অনুসন্ধান পরিচালনা।

(তের) ঃ লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমমনা সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

(চৌদ্দ) ঃ ক্রেতা স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে উপার্জনমুখী কাজে শরীক হওয়া।

(পনের) ঃ ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কিত বিষয় যেমন খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, পরিবহন, যোগাযোগ, জ্বালানি, সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, কৃষি, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি, শিশু ও কিশোর-কিশোরী, দক্ষতা উন্নয়নসহ অন্যান্য বিষয়ের ওপর কর্মসূচি গ্রহণ করা।

এছাড়া মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের অধিকার সুরক্ষার জন্যও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে)।

ধারা-৬ সদস্য ঃ

(এক) যোগ্যতা ঃ

১। এই সংগঠনের লক্ষ্য ও আদর্শের সংগে একমত যে কোন সৎ ও চরিত্রবান বাংলাদেশী সংগঠনের সাধারণ সদস্য হতে পারবেন।

২। বাংলাদেশ ভিত্তিক যে কোন অরাজনৈতিক সমাজ কল্যাণমূলক সংগঠন ক্যাবের সংগঠনভিত্তিক সদস্য হতে পারবেন।

(দুই) সদস্যগণের শ্রেণী বিভাগ ও চাঁদা ঃ

সংগঠনের ছয় ধরণের সদস্য থাকবেন।

(ক) সাধারণ সদস্য ঃ তাঁদের বার্ষিক চাঁদা ৫০০.০০ (পাঁচ শত) টাকা মাত্র ও নিবন্ধন ফিস ১০০.০০ (একশত) টাকা মাত্র।

(খ) সংগঠন ভিত্তিক সদস্য ঃ তাঁদের বার্ষিক চাঁদা ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা মাত্র ও নিবন্ধন ফিস ৫০০.০০ (পাঁচ শত) টাকা মাত্র।

(গ) আজীবন সদস্য ঃ এককালীন চাঁদা ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা মাত্র।

(ঘ) সহযোগী সদস্য ঃ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক এ ধরনের সদস্য হতে পারবেন। বার্ষিক চাঁদা ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র ও নিবন্ধন ফিস ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা মাত্র।

(ঙ) প্রাথমিক সদস্য ঃ তাঁদের বার্ষিক চাঁদার হার ১০০.০০ (একশত) টাকা মাত্র।

(চ) সম্মানিত সদস্য: অসাধারণ কৃতিত্ব ও অবদান বিবেচনা করে যে কোন বাংলাদেশী নাগরিককে নির্বাহী পরিষদ সম্মানিত সদস্য পদে ভূষিত করতে পারবে। তাঁদের কোন চাঁদা প্রদান করতে হবে না।

(তিন) সদস্যপদের জন্য ২১ (একুশ) বৎসরের কম কোন ব্যক্তি আবেদন করতে পারবেন না।

(চার) সদস্য হবার জন্য সংগঠনের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। যে কোন আবেদন গ্রহণ বা নাকচ করার অধিকার নির্বাহী পরিষদের থাকবে।

ধারা-৭ সদস্যদের অধিকার ঃ

(ক) সাধারণ সদস্যগণ তাদের মধ্যে হতে ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত করবেন। মোট সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করতে পারবেন। বৎসরে অন্তত একবার সংগঠনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং তাতে বাজেট ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক পেশকৃত কার্যাবলীর বিবরণ সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ থাকবে। সংগঠনের সকল কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুযোগ লাভের অধিকার সাধারণ

সদস্যগণের থাকবে ।

(খ) সংগঠনভিত্তিক সদস্যগণ সাধারণ সভায় একজন প্রতিনিধি পাঠাবেন । এই প্রতিনিধি সাধারণ সদস্যের মর্যাদার অধিকারী হবেন । সংগঠন ভিত্তিক সদস্যের কার্যক্রম ক্যাবের কার্যক্রমের সংগে সংগতিপূর্ণ হলে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সে সংগঠন ক্যাব এর কাছ থেকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য পেতে পারে ।

(গ) আজীবন সদস্যগণ সংগঠনের সাধারণ সদস্যের মতই অধিকার ভোগ করবেন ।

(ঘ) সংগঠনের উপদেষ্টাগণ সম্মানিত সদস্য হবেন । সম্মানিত সদস্যগণ ও সহযোগী সদস্যগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না ।

(ঙ) প্রাথমিক সদস্যগণ নির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সুবিধা ভোগ করবেন ।

ধারা-৮ সদস্যগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(ক) সংগঠনের আদর্শকে তুলে ধরা ।

(খ) সংগঠনের কর্মসূচি প্রসারে সহায়তা করা ।

(গ) সংগঠনের চাঁদা নিয়মিত প্রদান করা ।

(ঘ) সংগঠনের সভা-সমাবেশে অংশ গ্রহণ করা ।

ধারা-৯ (ক) সদস্য পদ বাতিল বিধি ঃ

১. কোন সদস্য এই সংগঠনের স্বার্থ ও শৃঙ্খলাবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত বলে প্রমাণিত হলে তার সদস্য পদ বাতিল করা যাবে । তবে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে ।

২. সংগঠনের চাঁদা পর পর দুই বৎসর প্রদান না করলে তার সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে ।

৩. কোন সদেস্যর মৃত্যু হলে আপনা আপনি তার সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে ।

৪. অসামাজিক কার্যকলাপের অপরাধে কোন সদস্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে তার সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

(খ) বাতিল সদস্য পদ পুনঃবহাল বিধি ঃ

১. যদি কোন সদস্য ধারা-৯ এর ক (২) উপধারা মতে সদস্য পদ হারিয়ে থাকেন তবে তিনি নিচে উল্লিখিত শর্ত পালন করে সদস্য পদ পুনর্বহালের আবেদন করতে পারবেন ঃ

সদস্যপদ লাভের উপযুক্ত হলে তাকে তার বকেয়া চাঁদা সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে এবং পুনঃ ভর্তি ফিস প্রদান করতে হবে।

২. ৯ ধারার ক (১) ও ক (৪) উপধারা অনুযায়ী যাদের সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে তাদেরকে কোনক্রমেই পুনরায় সদস্য পদ প্রদান করা যাবে না।

ধারা-১০ ঃ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর গঠন পদ্ধতি ঃ

১. এই প্রতিষ্ঠানের দুটি সাংগঠনিক পরিষদ থাকবে

(ক) সাধারণ পরিষদ (খ) নির্বাহী পরিষদ।

২. উপদেষ্টা পরিষদ ও কমিটি ঃ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের সুবিধার্থে নির্বাহী পরিষদ কর্মসূচিভিত্তিক উপদেষ্টা পরিষদ উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন। এই ধরনের উপদেষ্টা পরিষদ ও উপ-কমিটি নির্বাহী পরিষদের কাছে দায়ী থাকবে।

৩. পরিষদ গঠন পদ্ধতি ঃ

(ক) সকল বৈধ সাধারণ সদস্য নিয়ে সংগঠনের সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদই হবে সংগঠনের সর্বোচ্চ পরিষদ।

(খ) সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সভাপতি একই ব্যক্তি হবেন।

(গ) সাধারণ সদস্যগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সভাপতি, জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সাংগঠনিক সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক ও ৩ (তিন) সদস্য সমন্বয়ে মোট **১১** (এগার) সদস্যের নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।

(ঘ) সাধারণ পরিষদ প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক বাজেট ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। প্রতিষ্ঠানের কাজ কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়মকানুন তৈরি করবে এবং প্রণীত নিয়মানুযায়ী নির্বাহী পরিষদ তা বাস্তবায়ন করবে।

(ঙ) বৎসরের শেষে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক সাধারণ পরিষদের সভায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

ধারা-**১১** ঃ নির্বাহী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১. সভাপতি ঃ

সভাপতি হবেন সংগঠনের প্রধান। তিনি সাধারণ ও নির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিকাশ ও উন্নতির জন্য তিনি সচেষ্ট থাকবেন। সভা চালাকালে সভার শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন। এবং প্রয়োজনে বিশেষ রুলিং দিতে পারবেন। প্রয়োজনবোধে সভাপতি সভার কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবী ঘোষণা করতে পারবেন। তিনি কাস্টিং ভোট প্রদান করে সভায় সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন। সংগঠনের নির্বাহী পরিষদে কোনরূপ অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে সভাপতি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করবেন।

২. জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতিঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি সভাপতির সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. সহ-সভাপতি ঃ

সভাপতি ও জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভাপতির সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

৪. সাধারণ সম্পাদক ঃ

(ক) সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সংগে পরামর্শ করে উভয় পরিষদের সভা আহ্বান করবেন ।

(খ) প্রতিষ্ঠানের সকল সভার কার্যবিবরণী প্রস্তাবনা বইতে লিপিবদ্ধ করবেন এবং লিখিত প্রস্তাবাবলী ও সিদ্ধান্তের নিচে সভাপতির স্বাক্ষর নেবেন । সকল সভার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজ করবেন ।

(গ) তিনি নির্বাহী পষিদের অনুমোদনের মাধ্যমে সকল কাজ সম্পন্ন করবেন । তিনি প্রয়োজনবোধে জরুরি কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন । তবে, তা অবশ্যই পরবর্তী সভায় অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে ।

(ঘ) সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ এককালীন খরচ করতে পারবেন বা নিজের কাছে রাখতে পারবেন । তার অতিরিক্ত খরচ করার প্রয়োজন হলে অবশ্যই নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে । প্রত্যেক খরচের রশিদের উপর সাধারণ সম্পাদককে নিজ হাতে 'অনুমোদিত' কথাটি অবশ্যই লিখতে হবে ।

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংগ্রহের জন্য সাধারণ সম্পাদক চেষ্টা করবেন । বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য লাভের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

(চ) নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের পদত্যাগপত্র সাধারণ সম্পাদকের কাছে পেশ করতে হবে । পদত্যাগ পত্র প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাহী পরিষদ সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং পদত্যাগপত্র গৃহীত হলে নির্বাহী পরিষদ সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে থেকে যে কোন একজনকে কো-অপ্ট করবেন ।

(ছ) প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার ব্যাপারে বেতনভূক্ত কোন কর্মচারী নিয়োগ করার প্রয়োজন হলে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক তা করতে পারবেন ।

৫. যুগ্ম-সম্পাদক

তিনি সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

৬. কোষাধ্যক্ষ

(ক) প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় হিসাব নিকাশ সংরক্ষণ করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করবেন। তিনি বাৎসরিক সভায় হিসাব নিরীক্ষণ রিপোর্ট ও বাজেট পেশ করবেন।

(খ) তিনি প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য চাহিদা অনুযায়ী অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৭. সাংগঠনিক সম্পাদক

তিনি শাখা সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৮. প্রচার সম্পাদকঃ

তিনি সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯. নির্বাহী পরিষদের সদস্য ঃ

নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ সংগঠনের সকল কাজে অশগ্রহণ ও পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবেন।

ধারা-১২ ঃ নির্বাচন বিধি ঃ

১. প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের দিন সময় স্থির করবে। বিশেষ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে নির্ধারিত তারিখে অবশ্যই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২. চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন করতে হবে।

৩. ভোটার তারাই হবেন যাদের চাঁদা পরিশোধ রয়েছে।

৪. প্রতিষ্ঠানের সাধারণ, সংগঠনভিত্তিক ও আজীবন সদস্যগণ কেবলমাত্র ভোটার বলে গণ্য হবেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৫. নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিন আগে প্রতিষ্ঠানের ভোটার তালিকা সাধারণ সম্পাদকের নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবেন।

৬. নির্বাচন খোলা বা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে করা যাবে। তবে এ ব্যাপারে সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৭. সংগঠনের তিনজন সদস্য সমন্বয়ে নির্বাচনের আগে সাধারণ পরিষদ একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবে। কমিশনে সদস্যগণের কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। তারা ভোটার তালিকা চূড়ান্ত বলে স্বীকৃতি দিলে সেই ভোটার তালিকা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং সে ভোটার তালিকার ভিত্তিতে কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবেন। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করবে।

৮. নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটার সদস্যগণের প্রত্যেকে প্রত্যেক পদের একজনকে ১ (এক)টি করে ভোট দিতে পারবেন।

৯. যে কোন সদস্য একাধিকবার নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন।

১০. সাধারণ সদস্য পদ লাভ করার কম পক্ষে ৬০ (ষাট) দিন পর যে কোন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

১১. বিশেষ পরিস্থিতিতে মধ্যবর্তী নির্বাচনও অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

ধারা-১৩ ঃ সভা আহ্বান বিধি ঃ

১। (ক) সাধারণ পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে ১ (এক) বার অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করতে হলে কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিন আগে চিঠি দিতে হবে।

(গ) জরুরি সভা ঃ সাধারণ পরিষদের জরুরি সভা কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান করতে হবে।

(ঘ) নির্বাহী পরিষদের সভা প্রতি ২ (দুই) মাসে কমপক্ষে ১ (এক) বার আহ্বান করতে হবে এবং কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের সময় দিতে হবে।

(ঙ) নির্বাহী পরিষদের জরুরি সভা আহ্বান করতে হলে কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান করতে হবে।

২। মূলতবী সভা ঃ নির্বাহী পরিষদের সভা মূলতবী হলে তা অবশ্যই ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে এবং সাধারণ পরিষদের সভা মূলতবী হলে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে।

৩। তলবী সভা ঃ তলবী সভা আহ্বানের প্রয়োজন হলে মোট সদস্যের ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) একত্রে সাধারণ সম্পাদকের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। সাধারণ সম্পাদক ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সভা আহ্বান করতে অপারগ হলে অনুরূপভাবে সভাপতির কাছে আবেদন করতে হবে। সভাপতি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সভা আহ্বান করতে অপারগ হলে তবে সদস্যগণ নিজেরাই সভা আহ্বান করতে পারবেন এবং উপস্থিত ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের ঐক্যমতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সে সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৪ । সভার কোরাম ঃ

(ক) সংগঠনের যে কোন সভায় ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে ।

(খ) মুলতবী সভার জন্য কোন কোরাম দরকার হবে না ।

(গ) সংগঠন বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্য আহুত সভায় মোট সদস্যের অর্ধেকের বেশী সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে ।

ধারা-১৪ ঃ অর্থ সংস্থান বিধি ঃ

প্রতিষ্ঠানের তহবিল কি উপায়ে সংগৃহীত হবে ঃ

(ক) সদস্যের বার্ষিক চাঁদা ।

(খ) ভর্তি ফিস ও পুনঃ ভর্তি ফিস ।

(গ) জনসাধারণের দান ।

(ঘ) বিভিন্ন সমাজসেবী আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রতিষ্ঠানের ও সরকারি সাহায্য ।

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের চালুকৃত কর্মসূচির আয় ।

ধারা-১৫ ঃ অর্থ ব্যয় ঃ

ক্রেতাদের সার্বিক স্বার্থ রক্ষার্থে

(ক) প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য ।

(খ) প্রতিষ্ঠানের বেতনভূক্ত কর্মচারীর জন্য ।

(গ) কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ।

(ঘ) জনহিতকর কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য ।

(ঙ) বয়স্ক শিক্ষার জন্য ।

(চ) নির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ।

ধারা-১৫ ঃ তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষণ ঃ

১। সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ-এই তিনজনের যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করতে হবে। তবে, কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর হবে আবশ্যিক ।

২। বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগপ্রাপ্ত অনুমোদিত চার্টার্ড একাউন্টের মাধ্যমে সংগঠনের হিসাব নিরীক্ষণ করা হবে নিরক্ষীকরণ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে ।

৩। সরকার, দাতা ও সাহায্য সংস্থার অনুদানে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ।

ধারা-১৬ ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন বিধি ঃ

সমাজসেবা দপ্তরের রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপ-ধারা বা শর্তের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংযোজন, সংকোচন বা রদবদলের প্রয়োজন হলে সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তা করা যাবে ।

ধারা-১৭ ঃ প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি বিধি ঃ

অনিবার্য কারণে সংগঠনের বিলুপ্তি ঘটলে তার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি জনসাধারণের কল্যাণে ব্যবহারের জন্য সভায় উপস্থিত ৩/৪ (তিন-চতুর্থাংশ) সাধারণ পরিষদের সদস্যগণের প্রস্তাবই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং এ বিষয়টি যথাযথ রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে জ্ঞাত করতে হবে ।

(গোলাম রহমান)
সভাপতি, ক্যাব
তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০২০

(এডভোকেট হুমায়ুন কবীর ভূঁইয়া)
সাধারণ সম্পাদক, ক্যাব
তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০২০